দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..26.MAR..1997
পৃঃ ৫ কলাম ৭

নেত্রকোনার একটি উপকেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছে দেড়শ' ভুয়া পরীক্ষার্থী

ময়মনসিংহ, ২৫শে মার্চ (জেলা বার্তা পরিবেশক)।– নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানার বৈখেরহাটি উপকেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষায় প্রায় দেড়শতাধিক ভুয়া পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে।

এক অভিযোগে জানা গেছে, কেন্দুয়া থানার জামাতে ইসলামীর থানা আমির ও গড়াডোবা আবদুল হামিদ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ শামছুদ্দিন বিভিন্ন ছাত্রদের সুযোগ–সুবিধা দেয়ার কথা বলে ৫/৬ হাজার করে টাকা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ এ ব্যবসা করে আসছেন। এ বছর বোর্ড কর্তৃপক্ষ স্পেশাল রেজিস্ট্রেশন না দেয়ায় তিনি বিপাকে পড়েন। ছাত্রদের প্রবেশপত্র না আসায় ছাত্রদেকে ছবিবিহীন রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র দিয়ে পরীক্ষা দেয়ানো হচ্ছে। স্কুলে একজনের রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র দিয়ে অপরজন পরীক্ষা দিচ্ছে। অভিযোগে আরো জানা গেছে, ১৯৯৬ সালে গড়াডোবা আবদুল হামিদ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে আনিসুর রহমান, পিতা– মাজুম আলী, রোল নং ১৬৯৪৯৫ পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়। বর্তমানে ১৯৯৭ সালে ফরম পূরণ করে আনিসুর রহমানের নামে প্রবেশপত্র এসেছে কিন্তু প্রবেশপত্র দিয়ে আনিসুর রহমানের নামে পরীক্ষা দিচ্ছে আজিজুল হক, পিতা– আবদুল খালেক, গ্রাম– বাঁশাটি, থানা– কেন্দুয়া, তার রোল নং হচ্ছে ৬০৯৩২১। এভাবে একজনের প্রবেশপত্র দিয়ে অপরজন পরীক্ষা দিচ্ছে। উক্ত উপকেন্দ্রের অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন কার্ডে পরীক্ষার্থীর ছবি নেই, ফলে ভুয়া পরীক্ষার্থিগণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। প্রতি বছর জামাতে ইসলামী নেতা গড় ডোবা আবদুল হামিদ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে একাজ করছেন। উক্ত উপকেন্দ্রের রেজিস্ট্রেশন কার্ড পরীক্ষা করলে তা ধরা পড়বে।